নোকিয়া ১১০ ৪জি

ভারতের বাজারে ৪জি ফিচার ফোন নোকিয়া ১১০ লঞ্চ করেছে এইচএমডি গ্লোবাল। জুন মাসে বিশ্বের বাজারে এই ফোনের বিক্রি শুরু হয়েছে। হলুদ, কালো ও নীল রংয়ে ফোনটি পাওয়া যাবে। এই ফোনে ১.৮ ইঞ্চির রঙিন কিউভিজিএ ডিসপ্লে আছে। সঙ্গে রয়েছে ইউনিসক টি১০৭ চিপসেট। ১২৮ এমবি র‍্যামের সঙ্গে ৪৮ এমবি স্টোরেজ আছে। তবে মাইক্রোএসডি কার্জের সাহায্যে এই স্টোরেজ ৩২ জিবি পর্যন্ত বাড়ানো যাবে। সিরিজ ৩০+ অপারেটিং সিস্টেমের এই ফোনের পিছনে ০.৮ মেগাপিক্সেলের একটি কিউভিজিএ ক্যামেরাও আছে। ৪জি ব্যবহার করে এইচডি কলিংয়ের সুবিধা পাওয়া যাবে নোকিয়া ১১০ ফোনে। ফোনের ব্যাটারি ১,০২০ এমএএইচ। নোকিয়ার দাবি, একবার সম্পূর্ণ চার্জে ১৩ দিন স্ট্যান্ড বাই সাপোর্ট পাওয়া যাবে। এছাড়া ১৬ ঘণ্টা গান শোনা বা ৫ ঘণ্টা ৪জি ব্যবহার করে ফোনে কথা বলা যাবে। এতে ওয়্যারলেস রেডিও আছে। নোকিয়ার এই ফোনে ভিডিও প্লেয়ার ও এমপি৩ প্লেয়ার রয়েছে। সঙ্গে আছে নোকিয়ার বিখ্যাত স্নেক গেম। রয়েছে টর্চ, মাইক্রো ইউএসবি পোর্ট, টেক্সট-টু-স্পিচ রিডআউট ফিচার।

অপো এ৯৩এস

চিনের বাজারে অপো এ৯৩এস ৫জি স্মার্টফোন লঞ্চ করা হয়েছে। নীল, সবুজ এবং সাদা রংয়ের শেডে ফোনটি পাওয়া যাবে। এমাসের শেষে ফোনের বিক্রি শুরু করবে অপো। তবে আন্তর্জাতিক বাজারে এই ফোনের বিক্রি নিয়ে এখনও কিছু জানায়নি তারা।

ডিসপ্লে – ৬.৫ ইঞ্চি ফুল এইচডি+ এলসিডি।

স্ক্রিন ফিচার – ৯০ হার্জ রিফ্রেশ রেট, ১৮০ হার্জ টাচ স্যাম্পলিং রেট।

অপারেটিং সিস্টেম – অ্যানড্রয়েড ১১, কালারওএস ১১.১।

চিপসেট – মিডিয়াটেক ডাইমেনসিটি ৭০০।

র‍্যাম – ৮ জিবি।

স্টোরেজ– ২৫৬ জিবি।

ব্যাক ক্যামেরা – তিনটি। ৪৮ মেগাপিক্সেলের প্রাইমারি ক্যামেরা, ২ মেগাপিক্সেলের পোর্ট্রেট লেন্স এবং ২ মেগাপিক্সেলের ম্যাক্রো সেন্সর।

ফ্রন্ট ক্যামেরা – একটি। ৮ মেগাপিক্সেল।

ব্যাটারি – ৫,০০০ এমএএইচ। সঙ্গে ১৮ ওয়াটের ফাস্ট চার্জ সাপোর্ট।

ওজন – ১৮৮ গ্রাম।

গ্যালাক্সি এ২২ ৫জি

ভারতে স্যামসাংয়ের গ্যালাক্সি এ২২ স্মার্টফোনের ৫জি মডেল লঞ্চ করা হয়েছে। গতমাসে ইউরোপে এই ফোনের বিক্রি শুরু করা হয়েছে। দুটি ফোনের র‍্যাম এবং স্টোরেজ ফিচারেও বেশ তফাত আছে। অন্যদিকে, গতমাসে ভারতে এই সিরিজের ৪জি মডেল লঞ্চ করে স্যামসাং। নতুন এই ফোনে ১১টি ৫জি ব্যান্ড আছে। অবশ্য এদেশে পুরোদমে ৫জি চালু না হলে সব ব্যান্ডে পরিষেবা পাওয়া যাবে না। এতে থাকা ডলবি অ্যাটমস অডিও তারযুক্ত ও তারবিহীন– দুই ধরনের হেডফোনের সঙ্গে কাজ করতে পারে। ভারতে এ২২ ৫জি ফোনের ৬ জিবি র‍্যাম ও ৮ জিবি র‍্যাম মডেল পাওয়া যাবে। যদিও দুটি মডেলেই স্টোরেজ ১২৮ জিবি। তবে মাইক্রোএসডি কার্ডের সাহায্যে স্টোরেজ ১ টিবি পর্যন্ত বাড়ানো যাবে। এই ফোনে অ্যানড্রয়েড ১১ ভিত্তির ওয়ান ইউআই কোর ৩.১ অপারেটিং সিস্টেম আছে। ৬.৬ ইঞ্চির ফুল এইচডি+ ইনফিনিটি-ভি ডিসপ্লের রিফ্রেশ রেট ৯০ হার্জ। অক্টোকোর প্রোসেসরে মিডিয়াটেকের ডাইমেনসিটি ৭০০ চিপসেট ব্যবহার করা হয়েছে। ফোনের পিছনে ৫ মেগাপিক্সেলের আলট্রাওয়াটড সেন্সর এবং ২ মেগাপিক্সেলের ডেপথ সেন্সরের সঙ্গে ৪৮ মেগাপিক্সেলের প্রাইমারি সেন্সর আছে। সেলফি ও ভিডিও কলের জন্য ৮ মেগাপিক্সেলের একটিই সেন্সর আছে। ডিসপ্লের উপরে মাঝামাঝি অংশে তা অবস্থিত। কানেক্টিভিটির ক্ষেত্রে ৫জি, ৪জি এলটিই, ব্লুটুথ, জিপিএস এবং টাইপ সি ইউএসবি পোর্ট আছে। ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সরটি ফোনের পাশে অবস্থিত। স্যামসাংয়ের এই নয়া ফোনে ৫,০০০ এমএএইচের ব্যাটারির সঙ্গে ১৫ ওয়াটের ফাস্ট চার্জিং প্রযুক্তিও আছে। স্যামসাং গ্যালাক্সি এ২২ ৫জি স্মার্টফোনের ওজন ২০৩ গ্রাম।

লেনোভো লিজিয়ন ৫ প্রো

ভারতে গেমিং ল্যাপটপের ক্ষেত্রে নতুন সংযোজন লেনোভো লিজিয়ন ৫ প্রো। গত জানুয়ারিতে বিশ্বের বাজারে এই ল্যাপটপ আত্মপ্রকাশ করে। অবশেষে এদেশে তার বিক্রি শুরু হয়েছে। গেমিংয়ের কথা ভেবে এই ল্যাপটপে লিজিয়ন আলটিমেট সাপোর্ট যোগ করেছে লেনোভো। তবে তা পৃথকভাবে কিনতে হবে। এর একটি মডেলে নিভিডিয়া জিফোর্স আরটিএক্স ৩০৬০ গ্রাফিকস ও ১৬ জিবি র‍্যাম এবং অন্য মডেলে নিভিডিয়া জিফোর্স আরটিএক্স ৩০৭০ গ্রাফিকস ও ৩২ জিবি র‍্যাম আছে। এই ল্যাপটপে এএমডি রেজন ৭ ৫৮০০এইচ প্রসেসর ব্যবহার করা হয়েছে। উইন্ডোজ ১০ হোম পরিচালিত লিজিয়ন ৫ প্রো ল্যাপটপে ১৬ ইঞ্চির ডব্লিউকিউএক্সজিএ আইপিএস ডিসপ্লে আছে। ডিসপ্লের রিফ্রেশ রেট ১৬৫ হার্জ। স্টোরেজের ক্ষেত্রে ১ টিবি এসএসডি থাকলেও তা বাড়িয়ে ২ টিবি করার সুযোগ রয়েছে। অডিওর ক্ষেত্রে ২ ওয়াটের একজোড়া স্পিকার আছে। শাটার সহ ৭২০ পিক্সেলের একটি ওয়েবক্যামও রয়েছে। ল্যাপটপে ৮০ ওয়াট আওয়ার ব্যাটারি আছে। এতে থাকা র‍্যাপিড চার্জ ফিচারের মাধ্যমে মাত্র আধঘণ্টায় ল্যাপটপের ৫০ শতাংশ চার্জ হয়ে যায় বলে লেনোভোর দাবি। ল্যাপটপের কিবোর্ডে আরজিবি লাইটিং আছে। কানেক্টিভিটির জন্য রয়েছে ওয়াইফাই, ব্লুটুথ, ৪টি টাইপ এ ইউএসবি ৩.০ পোর্ট, একটি টাইপ সি ইউএসবি পোর্ট, এইচডিএমআই পোর্ট, ইথারনেট এবং একটি ৩.৫ মিলিমিটারের হেডফোন জ্যাক। লেনোভোর এই ল্যাপটপের ওজন ২.৪৫ কেজি।

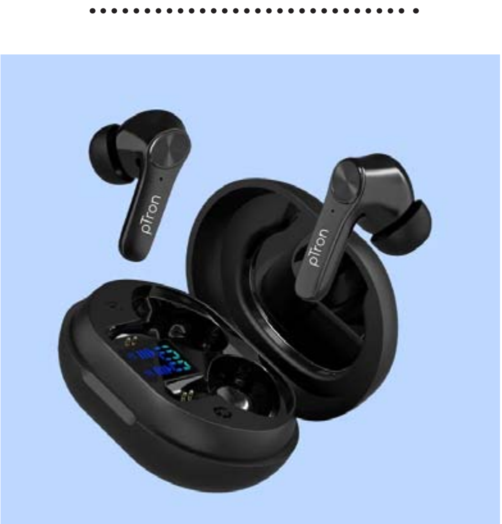

পিট্রোন বেসবাডস আল্টিমা

ভারতে নতুন ট্রু ওয়্যারলেস ইয়ারফোন লঞ্চ করেছে পিট্রোন। বেসবাডস আল্টিমা নামে এই ইয়ারফোনে অ্যাক্টিভ নয়েজ ক্যানসেলেশন প্রযুক্তি আছে। পিট্রোনের দাবি, এটিই এদেশে তৈরি প্রথম ইয়ারফোন যাতে এই প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়েছে। এতে সর্বোচ্চ ৩০ ডেসিবেল পর্যন্ত নয়েজ ক্যানসেলেশন সাপোর্ট পাওয়া যেতে পারে। কানেক্টিভিটির জন্য এতে ব্লুটুথ ৫.০ আছে। অ্যানড্রয়েড ও আইওএস দুটি অপারেটিং সিস্টেমের সঙ্গেই এটি কাজ করতে পারে। ঘাম ও জল প্রতিরোধের ক্ষেত্রে আছে আইপিএক্স৪ সার্টিফিকেশন। শুধুমাত্র কালো রংয়ে এই ইয়ারফোন পাওয়া যাচ্ছে। ইয়ারবাডে থাকা টাচ কন্ট্রোলের সাহায্যে মিউজিক প্লেব্যাক নিয়ন্ত্রণ, ফোন ধরা বা রেখে দেওয়া, ভলিউম নিয়ন্ত্রণ এবং যুক্ত থাকা ডিভাইসের ভয়েস অ্যাসিস্ট্যান্টকে নির্দেশ দেওয়ার মতো কাজ করা যায়। এটি সিরি এবং গুগল অ্যাসিস্ট্যান্টের সঙ্গে কাজ করতে সক্ষম। এতে ১০ মিলিমিটারের ডায়নামিক ড্রাইভার আছে। সংস্থার দাবি, মাত্র ১০ মিনিট চার্জে এর ইয়ারবাডগুলি দেড় ঘণ্টা ব্যবহার করা যাবে। ১.৫ ঘণ্টায় এটি সম্পূর্ণ চার্জ হয়ে যায়। চার্জিং কেস মিলিয়ে সর্বোচ্চ ১৫ ঘণ্টার ব্যাকআপ রয়েছে এই ইয়ারফোনে। চার্জিংয়ের জন্য টাইপ সি ইউএসবি পোর্ট আছে। এর প্রতিটি ইয়ারবাডে ২টি করে মাইক্রোফোন আছে।

এলজি টোন ফ্রি সিরিজ

টোন ফ্রি সিরিজে তিনটি নতুন ট্রু ওয়্যারলেস স্টিরিও ইয়ারফোন নিয়ে আসার কথা ঘোষণা করেছে এলজি। এই সিরিজে এফপি৯, এফপি৮ ও এফপি৫ নামে তিনটি মডেল আছে। এই ইয়ারফোনগুলি কালো, সাদা এবং হেজ গোল্ড রংয়ে পাওয়া যাবে। তিনটি ইয়ারফোনেই অ্যাক্টিভ নয়েজ ক্যানসেলেশন প্রযুক্তি রয়েছে। প্রতিটি ইয়ারবাডে ৩টি করে মাইক্রোফোন বিশিষ্ট এই ইয়ারফোন অ্যানড্রয়েড এবং আইওএস দুই ধরনের ডিভাইসের সঙ্গেই কাজ করতে সক্ষম। এফপি৯ এবং এফপি৮ মডেলের সঙ্গে হাইজিন-বুস্টিং ইউভিন্যানো চার্জিং কেসও আছে। জল প্রতিরোধের জন্য এই ইয়ারফোন সিরিজে আইপিএক্স৪ সার্টিফিকেশন আছে। তিনটি মডেলেই মেরিডিয়ান অডিওর মাধ্যমে টিউন করা হয়েছে। এফপি৯ মডেলে থাকা প্লাগ অ্যান্ড ওয়্যারলেস ফিচারের জন্য এর চার্জিং কেস ব্লুটুথ কনভার্টার হিসেবে কাজ করে। ফলে ব্লুটুথ নেই এমন ডিভাইসের সঙ্গেও ইয়ারফোনটি কানেক্ট করা যায়। সেক্ষেত্রে ওই ডিভাইসটি বিশেষ কেবলের মাধ্যমে চার্জিং কেসের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে। এলজির দাবি, এফপি৯ ও এফপি৮ মডেলের মোট ব্যাটারি ব্যাকআপ ২৪ ঘণ্টা। প্রতিটি ইয়ারবাড টানা ১০ ঘণ্টা কাজ করতে সক্ষম। এফপি৫ মডেলের ক্ষেত্রে অবশ্য এই সময়সীমা যথাক্রমে ২২ ঘণ্টা ও ৮ ঘণ্টা। চার্জিংয়ের জন্য টাইপ সি ইউএসবি পোর্ট আছে। এফপি৮ মডেলে ওয়্যারলেস চার্জিংয়ের সুবিধাও আছে। এলজি এই সিরিজের ইয়ারবাডে মেডিকেল-গ্রেডের ইয়ার জেল ব্যবহার করেছে। তাদের দাবি, এর সাহায্যে মাত্র পাঁচ মিনিটে ইয়ারবাডের স্পিকারের আশপাশে থাকা ব্যাক্টিরিয়ার ৯৯.৯ শতাংশ নষ্ট হয়ে যায়। যদিও কবে থেকে এবং কোন কোন দেশে এই ইয়ারফোন বিক্রি করা হবে তা নিয়ে এখনও দক্ষিণ কোরিয়ার কোম্পানিটি কোনও তথ্য দেয়নি। এমনকি ভারতে এই সিরিজ নিয়ে আসা হবে কি না তা নিয়েও কিছু ঘোষণা করেনি এলজি।

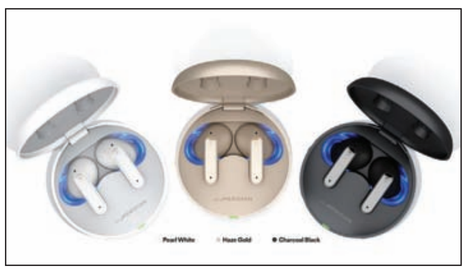

বোল্ট অডিও প্রোবাস এক্স১-এয়ার

ভারতে বোল্ট অডিও প্রোবাস এক্স১-এয়ার ওয়্যারলেস ইয়ারফোনের বিক্রি শুরু হয়েছে। এই নেকব্যান্ড টাইপের ইয়ারফোনে প্যাসিভ নয়েজ ক্যানসেলেশন প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়েছে। এর ইয়ারবাডে মাইক্রো-উফার থাকায় অডিওর বেসের মান আরও ভালো হয়। এতে এরোস্পেস-গ্রেডের অ্যালয় ড্রাইভার ব্যবহার করা হয়েছে। এই ইয়ারফোনে জল প্রতিরোধের ক্ষেত্রে আইপিএক্স৫ সার্টিফিকেশন আছে। বোল্টের দাবি, প্রয়োজনে এই ইয়ারফোনকে জল দিয়ে ধোয়া যাবে। কালো, লাল ও নীল রংয়ে ইয়ারফোনটি পাওয়া যাচ্ছে। ইয়ারফোনের ওজন ৮৯ গ্রাম। বোল্টের দাবি, একবার সম্পূর্ণ চার্জে এই ইয়ারফোন ১০ ঘণ্টা পর্যন্ত কাজ করবে। ফাস্ট চার্জিং প্রযুক্তির জন্য মাত্র ১.৫ ঘণ্টায় এটি পুরোপুরি চার্জ হয়ে যাবে। পাশাপাশি এই ইয়ারফোন স্ট্যান্ডবাই হিসেবে তিন মাস পর্যন্ত কাজ করতে সক্ষম। এই ইয়ারফোন গুগল অ্যাসিস্ট্যান্ট ও সিরির মতো ভয়েস অ্যাসিস্ট্যান্টের সঙ্গে কাজ করতে সক্ষম। ইয়ারবাডে থাকা চুম্বক সে দুটি একসঙ্গে থাকতে সাহায্য করে। আপাতত শুধু অনলাইনে এটি বিক্রি করা হচ্ছে।

ফায়ার-বোল্ট অগ্নি স্মার্টওয়াচ

ফায়ার-বোল্ট অগ্নি স্মার্টওয়াচ ভারতের বাজারে লঞ্চ করা হয়েছে। এতে হার্ট রেট মনিটরিং, স্লিপ প্যাটার্ন ট্র্যাকিং, রক্তে অক্সিজেনের মাত্রা নির্ণয়ের ফিচার আছে। জল প্রতিরোধের জন্য রয়েছে আইপিএক্স৭ রেটিং। এই স্মার্টওয়াচে ২.৫ডি কার্ভড গ্লাস সহ ১.৪ ইঞ্চির এইচডি টাচস্ক্রিন কালার ডিসপ্লে আছে। একবার চার্জে এই স্মার্টওয়াচ ৮ দিন কাজ করবে বলে দাবি ফায়ার-বোল্টের। স্ট্যান্ডবাই মোডে ৩০ দিন পর্যন্ত চার্জ না দিলেও চলবে। একবার সম্পূর্ণ চার্জ হতে ২ ঘণ্টা সময় লাগবে। এতে হাঁটা, দৌড়, ফুটবল, বাস্কেটবল, ব্যাডমিন্টন, স্কিপিং ও সাইক্লিংয়ের মতো বিভিন্ন স্পোর্টস মোড আছে। কালো ও গোলাপি রংয়ের ব্যান্ডে এই স্মার্টওয়াচ পাওয়া যাবে। ৮০ গ্রাম ওজনের ফায়ার-বোল্ট অগ্নি স্মার্টওয়াচ আইওএস ৯ এবং অ্যানড্রয়েড ৪.৪ সিরিজ বা তার পরবর্তী সিরিজের সঙ্গে কাজ করতে পারবে। ফিটনেসের কথা মাথায় রেখে এতে স্টেপ ট্র্যাকার, ক্যালোরি বার্ন, ডিসট্যান্স ট্রাভেলডের মতো ফিচার আছে। মিউজিক নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে এই স্মার্টওয়াচকে রিমোট হিসেবে ব্যবহার করা যাবে।

বোস স্লিপবাডস টু

ভারতে বোসের স্লিপবাডস ট্রু ওয়্যারলেস স্টিরিও ইয়ারফোন লঞ্চ করা হয়েছে। গত বছর সেপ্টেম্বরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সহ কিছু দেশে এই ইয়ারফোন লঞ্চ করা হয়। শুধুমাত্র সাদা রংয়েই এই পণ্য পাওয়া যাচ্ছে। বোসের তরফে ঘুমের সময় এই ইয়ারবাডগুলি পরে থাকা নিয়ে পরীক্ষা করা হয়। তার রিপোর্টে দাবি করা হয়েছে, পরীক্ষায় অংশ নেওয়া সকলেই মনে করছেন এই ইয়ারবাড নাক ডাকা সহ অন্যান্য শব্দ রুখতে সক্ষম। পাশাপাশি ৭৬ শতাংশ অংশগ্রহণকারীর দাবি এটি কানে থাকা অবস্থায় ঘুমোতে কোনও সমস্যা হয় না। এই ইয়ারবাডগুলি প্লাস্টিক ও সিলিকন দিয়ে তৈরি। তবে এর চার্জিং কেসটি অ্যালুমিনিয়াম দিয়ে তৈরি করা হয়েছে। একবার চার্জে ইয়ারবাডগুলি ১০ ঘণ্টা কাজ করবে। সেগুলি সম্পূর্ণ চার্জ দিতে ঘণ্টাছয়েক সময় লাগবে। চার্জিং কেস সম্পূর্ণ চার্জ হতে তিন ঘণ্টা সময় লাগে। এটি ব্যবহার করে অতিরিক্ত ৩০ ঘণ্টার ব্যাটারি লাইফ পাওয়া সম্ভব। এতে জল প্রতিরোধের ক্ষেত্রে আইপিএক্স৪ রেটিং আছে। কানেক্টিভিটির জন্য রয়েছে ব্লুটুথ ৫.০। বোস স্লিপ অ্যাপের সাহায্যে যে কোনও অ্যানড্রয়েড ও আইওএস ডিভাইসের সঙ্গে এই ইয়ারফোন যুক্ত করা যাবে। এই অ্যাপ ব্যবহারকারীকে ১৪টি নয়েজ-মাস্কিং ট্র্যাকের মধ্যে একটি বেছে নেওয়ার সুযোগ দেয়। তবে এই ইয়ারফোন মূলত ঘুমের কথা মাথায় রেখেই করা হয়েছে। ফলে সাধারণভাবে অডিও প্লে বা ফোনে কথা বলার ক্ষেত্রে বোস স্লিপবাডস টু ব্যবহার করা যায় না। অবশ্য অ্যাপ ব্যবহার করে অ্যালার্ম দেওয়া বা ভলিউম পরিবর্তন করা যায়। অ্যাপে থাকা লাইব্রেরিতে ১০টি ফাইল সেভ করা যায়।

পোকো এফ৩ জিটি

ভারতে মিডরেঞ্জের গেমিং স্মার্টফোন পোকো এফ৩ জিটি-র বিক্রি শুরু করেছে শিয়াওমি। গেমিংয়ের কথা মাথায় রেখে এতে হাইপারইঞ্জিন ৩.০, নির্দিষ্ট হেপ্টিক ফিডব্যাক এবং ভাইব্রেশন সহ এক্স-শকার্স, একটি জিটি ঘড়ি ও মাগলেভ ট্রিগার আছে। ৬ জিবি র‍্যাম ও ১২৮ জিবি স্টোরেজ, ৮ জিবি র‍্যাম ও ১২৮ জিবি স্টোরেজ এবং ৮ জিবি র‍্যাম ও ২৫৬ জিবি স্টোরেজের তিনটি সংস্করণে ফোনটি পাওয়া যাচ্ছে। অ্যানড্রয়েড ১১ ভিত্তিক এমআইইউআই ১২.৫ পরিচালিত এই ফোনে মিডিয়াটেকের ডাইমেনসিটি ১২০০ চিপসেট আছে। ৬.৬৭ ইঞ্চির টার্বো অ্যামোলেড ডিসপ্লের সঙ্গে ১২০ হার্জের রিফ্রেশ রেট ও ৪৮০ হার্জের টাচ স্যাম্পলিং রেট রয়েছে। ফোনের পিছনে ক্যামেরা সেটআপে প্রাইমারি সেন্সরটি ৬৪ মেগাপিক্সেলের। এছাড়া ৮ মেগাপিক্সেলের একটি আলট্রাওয়াইড সেন্সর এবং ২ মেগাপিক্সেলের ম্যাক্রো সেন্সর আছে। প্রাইমারি সেন্সরে এক্সট্রা-লো ডিসপারশন প্রযুক্তি রয়েছে। মূলত ডিএসএলআর লেন্সে ছবির ক্ল্যারিটি বাড়াতে এই প্রযুক্তির সাহায্য নেওয়া হয়। সেলফি ও ভিডিও কলিংয়ের জন্য ১৬ মেগাপিক্সেলের একটিই লেন্স আছে। ফোনের ব্যাটারি ৫,০৬৫ এমএএইচ। সঙ্গে রয়েছে ৬৭ মেগাপিক্সেলের ফাস্ট চার্জিং সাপোর্ট। শিয়াওমির দাবি, ১৫ মিনিটে এই ফোনের ব্যাটারির ৫০ শতাংশ চার্জ দেওয়া সম্ভব। ধুলো ও জল প্রতিরোধের জন্য আইপি৫৩ সার্টিফিকেশন রয়েছে। পোকো এফ৩ জিটি স্মার্টফোনে। ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সরটি ফোনের পাশে রয়েছে। ফোনের ওজন ২০৫ গ্রাম।